26/8/2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৪

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কেনা ২৮ লাখ টাকার পাজেরো গাড়ি

শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়নি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের জন্য ২৮ লক্ষাধিক টাকায় বিলাসবহুল পাজেরো গাড়ি কেনার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় শিক্ষা সচিব ড. সা'দত হুসাইন মাদ্রাসা চেয়ারম্যানের এহেন কর্মকাণ্ডে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সভায় সচিব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, যেহেতু গাড়ি ক্রয় খাতে ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল সেহেতু বাজেট বহির্ভূত আট লাখ টাকা খরচের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় মেনে নেবে না।

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

মাদ্রাসা শিক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

বুধবার দৈনিক জনকণ্ঠে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের জন্য গাড়ি ক্রয় ও পুরনো গাড়ি বিক্রয়ে অনিয়মের খবর প্রকাশিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভায় মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আবু বকর সিদ্দিক ২৮ লাখ টাকায় গাড়ি ক্রয়ের বিষয়টি অনুমোদনের প্রস্তাব করেন। চেয়ারম্যান জানান, শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। বোর্ডের অর্থ কমিটি ২৮ লাখ টাকায় গাড়ি কেনার বিষয়টি পাস করেছে। জবাবে শিক্ষা সচিব বলেন, যেহেতু গাড়ি ক্রয় খাতে ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল সেহেতু ঐ বাজেট অতিক্রম করা এবং অন্য খাত থেকে গাড়ি ক্রয় খাতে আট লাখ টাকা স্থানান্তরে অবশ্যই মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন থাকতে হবে। এই অনুমোদন না নিয়ে গাড়ি কেনার পর তা মন্ত্রণালয়ে পেশের ঘটনায় সচিব ক্ষুব্ধ হন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, অতিরিক্ত আট লাখ টাকার দায়-দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় বহন করতে পারে না। এর দায়-দায়িত্ব পুরোপুরি চেয়ারম্যানের বলে শিক্ষা সচিব উল্লেখ করেন। এদিকে সভায় এই গাড়ি কিনার বিষয়টি অনুমোদন লাভ না করায় এক নাজুক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গাড়িটি জব্দ করা হতে পারে বা চেয়ারম্যানকে অতিরিক্ত আট লাখ টাকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হতে পারে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রতিবাদ

বুধবার দৈনিক জনকণ্ঠে '২৮ লক্ষাধিক টাকায় পাজেরো ক্রয় এবং ৩৫ হাজার টাকার পুরনো গাড়ি বিক্রির টাকা আত্মসাত' শিরোনামে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ জানিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। বোর্ডের রেজিস্ট্রার আব্দুল হামিদ মোল্লা দাবি করেছেন যে, পুরনো গাড়ি বিক্রি ও নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বোর্ডের ও সরকারের যাবতীয় নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয়েছে। যে গাড়িটি অনেক আগেই বিক্রি করা হয়েছে সেটি ভাড়া দেয়ার প্রশ্ন উদ্দেশ্যমূলক ও অবাস্তব বলে উল্লেখ করা হয়। মাদ্রাসা বোর্ড এটিকে মিথ্যা সংবাদ আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য ঃ সরকারের যাবতীয় নিয়মকানুন অনুসরণ করে গাড়িটি কেনা হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন অনুমোদন মেলেনি? আর গাড়ি ক্রয় ও বিক্রয়ে যাবতীয় নিয়মনীতি অনুসরণের যে দাবি চেয়ারম্যান করেছিলেন তা মূল প্রতিবেদনেই উল্লেখ আছে। তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে গাড়ি ক্রয় ও বিক্রয়ে যে সুনির্দিষ্ট অনিয়ম প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে মাদ্রাসা বোর্ডের প্রতিবাদে কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি।